

not
another.

Q. 2. Find out the main content of Parallelism as a theory of mind-body relation.

Ans. According to Parallelism, there can be no relation of interaction between mind and body. Body and mind are independent to each other. One can never influence the other. Every physical action must have a parallel mental action. Similarly, every mental action must contain a parallel physical action. But none of these events or actions can influence the other. According to Parallelism, the cause of physical events can only be physical and the cause of mental events can only be mental. From this view the causal relations of physical events are like a series of continuity, same is true about mental events. But when a physical event occurs then as its consequent a mental event also occurs. For that the physical event cannot be the cause of the mental event. There are relations between physical and mental events and vice versa. When we have visual sensation then waves of light hit upon our retina and for that related nerves become active. This active sensation reaches to our brain through related nerves. After that we get our visual sensation. But the event of excitement of the retina through the waves of light and the event of reaching the sensation to our brain are both physical. The last physical event does not cause the mental event. Rather this mental event occurs parallelly to the physical event. Similar is true about physical events.

The theory of Parallelism cannot be regarded as a satisfactory theory about mind-body relation. According to this view, physical event and mental event both go parallelly to each other. But if we admit this we have to say that wherever there is physical event, there is mental event. We have to admit the presence of mind in every external or physical event. Whatever happens in our external world must have parallel mental event always. If we admit this claim of Parallelism we have to admit that there must be mental events corresponding to the

sound of an engine, the sound of a dropping leaf. We have to admit that mind will have to cover our physical world. Besides we have to admit that our non-voluntary actions like our blood circulation, digestion etc. must have mental actions correspondingly. But we cannot admit that throughout our world even in actions of blind matter there are mental events correspondingly.

Secondly, the parallel co-existences of physical and mental events are not related causally, according to Parallelism. But in that case we cannot clearly explain physical and mental events. We cannot get the answer why physical and mental events will occur parallelly. For example, we can clearly explain the event of fear on seeing the snake in the following way. The waves of light coming through the stimulus present in external objects stimulate our retina and related nerve carries sensations to our brain. Thus, we have the feeling of fear. The total event starting from stimulus to reaching sensations to our brain is physical and the event of fear mental. According to Parallelism, the cause of physical events has to be found in physical events and the cause of mental events has to be found in mental events. Before the occurrence of the mental event of 'fear' it is very difficult to find any mental states that may create fear. So, we easily cannot identify mental events as cause of mental events. From this view point, the common conception of interaction is more consistent.

Moreover, the relation which is stated between physical and mental events in Parallelism cannot support any physical event related to any mental event and mental event related to any physical event. For this the theory of Parallelism cannot be a satisfactory theory of mind-body relation.

Q. 3. Explain and examine the view that mental states are

১০.৪. সমান্তরবাদ (Parallelism)

দেকার্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ ও ম্যালব্রেঞ্চির উপলক্ষবাদের দোষত্রুটি পরিহারের জন্য দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) সমান্তরবাদ (Parallelism) প্রবর্তন করেন। স্পিনোজার মতে, দেহ ও মন দুটি ভিন্ন সত্তা নয়। দেকার্ত ও তাঁর অনুগামীরা দেহ ও মনকে দুটি ভিন্ন সত্তা মনে করে চিন্তার জগতে অযথা জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। আসলে, সত্তা এক ও অভিন্ন দ্রব্য (Substance)। স্পিনোজা একে 'ঈশ্বর'ও বলেছেন। দেহ ও মন, আরও স্পষ্টভাবে, চিন্তা ও বিস্তৃতি, এক, অভিন্ন দ্রব্যের (ঈশ্বরের) দুটি গুণ বা দিকমাত্র। একই দ্রব্যের দুটি দিক হওয়ায়, দেহ ও মনের একইভাবে পরিবর্তন হয় অর্থাৎ তারা সমান্তর ভাবে চলে।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের ন্যায় সমান্তরবাদেও এটা স্বীকার করা হয় যে, দৈহিক পরিবর্তন হলে মানসিক পরিবর্তন ঘটে এবং মানসিক পরিবর্তন হলে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। তবে, সমান্তরবাদের আসল কথা হল—দৈহিক অবস্থা ও মানসিক অবস্থার এ-প্রকার পরিবর্তন

ঘটলেও সে দুটি অবস্থার মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। একই দ্রব্যের দুটি সহাবস্থানকারী দিক হওয়ায় দেহ ও মনের মধ্যে এ-প্রকার সহ-পরিবর্তন হয়। দুটি সমান্তরাল সরল রেখার কোন একটি যেমন অন্যটির ওপর নির্ভর করে না, অন্যটির সঙ্গে কখনো মিলিত হয় না, যদিও সেদুটি রেখা সমান তালে একই দিকে অগ্রসর হয়, তেমনি দেহ ও মনের কোন একটি অন্যটির ওপর নির্ভর না করলেও, কখনো অন্যটির সঙ্গে মিলিত না হলেও, তারা একযোগে পরিবর্তিত হয়। এ-প্রকার সমান্তরালভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্যই প্রতিটি মানসিক দশার সঙ্গে স্নায়বিক দশাও থাকে (Every Psychosis has its neurosis); যদিও কোন একটি দশা অন্যটির কার্য অথবা কারণ নয়। স্পিনোজার সমান্তরবাদকে 'দ্বিভঙ্গি মতবাদ'ও (Double aspect theory) বলা হয়, কেননা এ-মতবাদের সারকথা হল—দেহ ও মন এক অভিন্ন সত্তার দুটি ভঙ্গি (aspect) বা দিক, যারা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত না করেও সমান তালে অগ্রসর হয়।

স্পষ্টতই, সমান্তরবাদ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের বিরোধী মতবাদ। এ মতবাদ অনুসারে, বর্ণ-সংবেদন বা শব্দ-সংবেদনের (মানসিক-দশা) অনুষঙ্গীরাপে মস্তিষ্কের দর্শন-কেন্দ্রে বা শ্রবণ-কেন্দ্রে উত্তেজনা (দৈহিক দশা) ঘটে, একথা ঠিক, কিন্তু তাদের কোনটিও অন্যটির কার্য অথবা কারণ নয়। সাম্প্রতিক কালের সমান্তরবাদের সমর্থক অধ্যাপক পলসেন (Paulsen) বিষয়টিকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। ধরা যাক, কোন লোক রাস্তা দিয়ে চলা কালে শুনতে পেল রাস্তার অন্য দিক থেকে তার নাম ধরে কেউ তাকে ডাকছে এবং ঐ ডাক শুনে সে রাস্তা পার হয়ে সম্বোধনকারীর কাছে গেল। পরম্পরাগতভাবে স্নায়ু উদ্দীপনার উল্লেখ করে কোন শরীরতত্ত্ববিদ ঐ ব্যক্তির যাবতীয় দৈহিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে পারেন—কিভাবে শব্দ-তরঙ্গ কানের সংবেদীয় স্নায়ুকে উত্তেজিত করেছে—ঐ উত্তেজনা মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে বাহিত হয়ে সেখানে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে—ঐ উত্তেজনা আবার চেষ্ঠীয় স্নায়ুকে উদ্দীপিত করায় শব্দ-তরঙ্গের উৎস অভিমুখে ঐ ব্যক্তির দেহ অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু এভাবে একের পর এক ভৌত-প্রক্রিয়ার উল্লেখ করে (সর্বজ্ঞ ?) শরীরতত্ত্ববিদ বিষয়টির যে ব্যাখ্যা দেন তা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নয় ; কেননা, ঐ-সব ভৌত-প্রক্রিয়ার পাশাপাশি আর এক প্রকার প্রক্রিয়াও দেখ দেয় এবং তাহল—শব্দ-চেতনা—পরিচিতির ধারণা—যার কণ্ঠস্বর সেই ব্যক্তির মানস-প্রতিরূপ, ইত্যাদি। দৈহিক-দশার পাশাপাশি এ-সব মানসিক-দশার উৎপত্তি হওয়ার জন্যই ঐ ব্যক্তি রাস্তা পার হয়ে সম্বোধনকারীর সঙ্গে মিলিত হয়ে কথা বিনিময় করে। শরীরতত্ত্ববিদ এই দ্বিতীয় প্রকার পরিবর্তন ধারার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। এর কারণ হল, মানসিক প্রক্রিয়া দৈহিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সমান্তরভাবে অগ্রসর হলেও তারা কখনো কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারে না।

আধুনিক কালের অনেক মনোবিদ সমান্তরবাদে বিশ্বাসী। এই মতবাদের অনেক দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করেও মনোবিদ স্টাউট (Stout) সমান্তরবাদকে সমর্থন করেছেন। সমান্তরবাদী মনোবিদরা বলেন—মানসিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি দৈহিক প্রক্রিয়া থাকে, আবার মস্তিষ্ক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি মানসিক প্রক্রিয়া থাকে। মনোবিদ্যার কাজ হল, এই দুই ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে কালগত অনুষঙ্গ নির্ণয় করা। স্পিনোজার তত্ত্বগত সমান্তরবাদের সঙ্গে মনোবৈজ্ঞানিক

সমান্তরবাদের প্রধান পার্থক্য হল—স্পিনোজার মতবাদে, দেহ ও মন সমান্তর ভাবে চলে কেন—এই প্রশ্নের এক সমাধানের প্রচেষ্টা আছে, মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদে যা নেই। বিজ্ঞান শুধু ঘটনার বর্ণনা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকে ; ঘটনা ‘কেন’ ঘটে—বিজ্ঞানে এ প্রশ্ন মুখ্য নয়। কিন্তু দার্শনিকদের কাছে ‘কেন’ প্রশ্নটি মুখ্য প্রশ্ন। স্পিনোজা এজন্য দেহ ও মনের সমান্তর পরিবর্তনের কারণ দর্শানোর জন্য দেহ ও মনকে এক অভিন্ন দ্রব্যের দুটি অবস্থারূপে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য স্পিনোজার এ-অভিমত সন্তোষজনক হতে পারেনি। একই দ্রব্যের দুটি দিক হওয়া সত্ত্বেও দেহ ও মন কেন ভিন্ন—স্পিনোজা এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দেননি।

সমালোচনা : সমান্তরবাদ নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে।

প্রথমত, স্পিনোজার সমান্তরবাদ সর্বমনবাদে বা মন্যয়বাদে (Pan-psychism) পরিণত হয়। যদি বলা হয়, যেখানে দেহ সেখানেই মন, তাহলে জগতের জড় অজড়—সবকিছুর মন বা চেতনা আছে, এমন মানতে হয়। আমাদের দেহে অহরহ এমন অনেক পরিবর্তন ঘটে চলেছে যাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন চেতনাই থাকে না। যেমন—পাকস্থলীর পরিবর্তন, রক্ত-ধমনীর পরিবর্তন, বিভিন্ন গ্রন্থির পরিবর্তন, ইত্যাদি। জড় পদার্থ, পাহাড়, পর্বত, নদী—এসব অবয়বী অর্থাৎ এদের দেহ আছে। কিন্তু এসব জড় পদার্থের, তাদের অণু-পরমাণুর মন আছে বা চেতনা আছে—এমন বলা যাবে না। কাজেই স্পিনোজার অভিমত অনুসরণ করে এমন বলা কখনই যুক্তিযুক্ত হবে না যে—সবকিছুর মন আছে বা চেতনা আছে।

দ্বিতীয়ত, এমন বলাও সঙ্গত হয় না যে, প্রতিটি মানসবৃত্তির সমান্তরাল দৈহিক বৃত্তি আছে। আধুনিক মনোবিদদের মতে, আমাদের নিষ্ঠূর্ণান মানসবৃত্তি আছে। নিষ্ঠূর্ণান মানসবৃত্তির সমান্তরাল কোন দৈহিক বৃত্তির উল্লেখ করা যায় না। তেমনি, কোন জটিল গাণিতিক বা দার্শনিক সমস্যার বিমূর্ত চিন্তার সমান্তরাল কোন দৈহিক অবস্থার উল্লেখ করা যায় না।

তৃতীয়ত, সমান্তরবাদে মন এক অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে অ্যাপেনডিকস্কে (appendix) যেমন দেহের অঙ্গরূপে স্বীকার করা হলেও প্রয়োজনীয় অঙ্গরূপে স্বীকার করা হয় না, সমান্তরবাদেও তেমনি মনের এক আলঙ্কারিক মূল্য স্বীকার করা হলেও জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়রূপে স্বীকার করা হয় না। সমান্তরবাদ অনুসারে, আমাদের দেহের ওপর মনের কোন প্রভাব নেই, নিয়ন্ত্রণ নেই। আমাদের জীবনে মন এক অকেজো বিষয়রূপে আছে। কিন্তু বিবর্তনের দিক থেকে এমন ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। জীবজগতের বিবর্তন নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জীবনযুদ্ধে জীবের কাছে যা নিষ্প্রয়োজনীয় হয়েছে, তার বিলোপ ঘটেছে, যা প্রয়োজনীয় তাই কেবল টিকে আছে। মনের আবির্ভাবের পর তার তিরোধান ঘটেনি, বরং দেখা যায়, মানুষের জীবনে মনের প্রাধান্য ক্রমশই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আমাদের জীবনে এটা অনস্বীকার্য যে, দেহ অপেক্ষা মন অনেক উন্নতমানের এবং মন আমাদের দেহকে প্রায়শই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। বিবর্তনের ইতিহাসে এজন্য মনের আবির্ভাবকে কখনই অপ্রয়োজনীয় বিষয় বলা যাবে না।

চতুর্থত, সমান্তরবাদ আমাদের আকস্মিক অভিজ্ঞতাকে (Sudden experience) ব্যাখ্যা করতে পারে না। ধরা যাক, মেঘের গর্জন শুনে অকস্মাৎ আমার গভীর ঘুম ভেঙে গেল। এখানে আমার শব্দের আকস্মিক অভিজ্ঞতা পূর্ববর্তী কোন মানসিক ধারণা থেকে উৎপন্ন

হয়েছে এমন বলা যাবে না, কেননা ঐ সময়ে আমি গভীর ঘুমে অচেতন ছিলাম। এমন ক্ষেত্রে এটাই স্বীকার করতে হয় যে ঐ আকস্মিক অভিজ্ঞতার অর্থাৎ শব্দ-চেতনার কারণ মস্তিষ্কের শ্রবণ-কেন্দ্রের (Auditory centre) অন্তর্গত স্নায়ু-মণ্ডলীর উত্তেজনা। এ-প্রকার আকস্মিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে মানতে হয় যে, দৈহিক প্রক্রিয়া ও মানসিক প্রক্রিয়া সমান্তরাল নয়— দৈহিক প্রক্রিয়া থেকে মানসিক প্রক্রিয়ার উৎপত্তি হয়।